a book
by Shamim Islam
THE GREAT ORIGAMI

The great origami

Writer- Shamim Islam

The great Origami

Writer- Shamim Islam

Founding period
October 2022

Price- 100 Taka or 2 Dollars

The great origami
Writer- Shamim Islam
Phone- 01912271250, 01967578817
E-mail – shamimrx60@gmail.com

রঙিন কাগজের খাম

ধাপ ১: খাম বানানোর জন্য প্রথমেই লাগবে A4 সাইজ এর পেপার।

ধাপ ২: এরপর পেপারটিকে দু-ভাঁজ করে নিতে হবে।

ধাপ ৩: এক সাইড মুড়িয়ে মাঝখানে আরেকটি ভাঁজ করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এই সাইডটি যেন মাঝখানের ভাঁজ পর্যন্ত না আসে।

ধাপ ৪: অপর সাইডটি মুড়িয়ে এই সাইডের ভাঁজের দুই থেকে আড়াই সেন্টিমিটার উপর থেকে ভাঁজ করে নিতে হবে।

ধাপ ৫: এখানে বেশ কয়েকটি ভাঁজ পরবে। ভাঁজ গুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে।

ধাপ ৬: এক সাইড দিয়ে ৩ সেন্টিমিটার পরিমাণ একটি ভাঁজ দিয়ে নিবে।

ধাপ ৭: এই ভাঁজকে উপরের সাইডের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে ঠিক এভাবে।

ধাপ ৮: তারপর এটি সোজা করে নিবো।

ধাপ ৯: একই ভাবে অপর সাইডেও করতে হবে।

ধাপ ১০: বাড়তি কাগজটি কেটে নিতে পারো। না কাটলেও চলবে কিন্তু কেটে নিলে দেখতে অনেক আকর্ষণীয় হবে।

ধাপ ১১: দুই সাইড আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। এটি ভালোভাবে লাগার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

ধাপ ১২: খামটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য উপরে স্টিকার লাগিয়ে নিতে পারো বা আর্ট করতে পারো।

ধাপ ১৩: কোনো চিঠি বা ম্যাসেজ দেয়ার জন্য এই স্পেসটি ইউজ করবো।

ধাপ ১৪: তারপর কাগজটিকে তিনটি ভাঁজ দিতে হবে।

ধাপ ১৫: এখন কাগজটি এই স্পেসে রাখবে।

ধাপ ১৬: এভাবে খুব সহজেই রঙিন কাগজ দিয়ে খাম বানাতে পারি।।

শুভেচ্ছা কার্ড (ফর স্পেশাল ডে)

ধাপ ১: প্রথমে শুভেচ্ছা কার্ড বানানোর জন্য লাগবে ৩০*২০ সেন্টিমিটার এক টুকরা একটি কাগজ।

ধাপ ২: কাগজটিকে দুই ভাঁজ করে নাও।

ধাপ ৩: ২৯*৯ সেন্টিমিটার ১ টুকরো সাদা কাগজ নাও।

ধাপ ৪: সাদা কাগজটি ভিতরে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও।

ধাপ ৫: কাটার সুবিধার্থে কাগজের উপরে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে নাও।

ধাপ ৬: কাঁচি দিয়ে দাগ অনুযায়ী কাগজটি কেটে নিবো।

ধাপ ৭: কেটে নেয়ার পর কালো কালার মার্কার পেন দিয়ে উপরে দাগ দিয়ে নাও।

ধাপ ৮: কার্ডটিকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে কার্ডের উপরে লাগিয়ে নিব।

ধাপ ৯: পূর্বের ভিডিওতে ফুল বানানো দেখানো হয়েছিলো।

ধাপ ১০: ফুলগুলো গান দিয়ে লাগিয়ে নিবে যেন পরবর্তিতে খুলে না যায়।

ধাপ ১১: তারপর কার্ডটি ডেকোরেশন করে নিবো।

ধাপ ১২: এবার কার্ডের ভিতরে নিজের ইচ্ছামতো ম্যাসেজ লিখতে পারো।

ধাপ ১৩: তৈরি হয়ে গেলো একটি শুভেচ্ছা কার্ড।

কাগজ দিয়ে ফ্লাওয়ার স্টিক বানানোর উপায়

ধাপ ০১: প্রথমে ৭ * ২০ সে. মি./সেন্টিমিটার কাগজ নাও।

ধাপ ০২: কাগজটিকে একটি কাঠি দিয়ে রোলিং করে নাও।

ধাপ ০৩: এবার ফুল বানানোর জন্য ৭ * ২৯ সে. মি./সেন্টিমিটার কাগজ নিয়ে নাও।

ধাপ ০৪: কাগজটিকে দু'ভাঁজ করে টুকরো করে কেটে নাও।

ধাপ ০৫: এবার কাগজটিকে খুলে উল্টিয়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নাও।

ধাপ ০৬: এরপর টুকরো কাগজটিকে সবুজ কাঠিটির উপর লাগিয়ে নাও। একটু বাঁকা করে নিবে যেন মুড়িয়ে নিলে কাগজটি নিচের দিকে চলে আসে।

ধাপ ০৭: এবার ফুলটিতে পাতা লাগিয়ে নাও। এভাবে আমরা কাগজ দিয়ে রুম ডেকোরেশনের জন্য ফ্লাওয়ার স্টিক বানাতে পারি।

কীভাবে কাগজ দিয়ে প্রজাপতি বানানো যায়

ধাপ ০১: প্রজাপতি বানাতে প্রথমে নিয়ে নাও ১৫ * ১৫ সে. মি./সেন্টিমিটার এক টুকরো রঙিন কাগজ।

ধাপ ০২: যত বড় প্রজাপতি বানাতে চাও সেই সাইজ অনুযায়ী কাগজ নিতে হবে।

ধাপ ০৩: কাগজটির দু'পাশেই কোনাকুনিভাবে দু'টি ভাঁজ দিতে হবে।

ধাপ ০৪: তারপর উল্টিয়ে সোজাভাবে আরো দু'টি ভাঁজ দিতে হবে।

ধাপ ০৫: দেখবে অটোম্যাটিক ভাঁজ চলে এসেছে।

ধাপ ০৬: কাগজের দুই কর্নারে ধরলে আরো একটি ভাঁজ চলে আসবে।

ধাপ ০৭: কাগজটি ভালোভাবে ভাঁজ দিতে পারলে এখানে আরো কয়েকটি ভাঁজ অটোম্যাটিক চলে আসবে।

ধাপ ০৮: ৪ টুকরো কাগজ দেখতে পাবে। এটা গোল করে কেটে নাও।

ধাপ ০৯: এক টুকরো কাগজ তুলে সোজা করে ভাঁজ দিয়ে দাও।

ধাপ ১০: অপর সাইডেও একই কাজ করতে হবে। ত্রিভুজাকৃতির কাগজ দেখতে পাবে।

ধাপ ১১: এটা নিচের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে একটু বাড়তি করে নিতে হবে যেন সামনে একটি ভাঁজ দিতে পারো।

ধাপ ১২: সামনের ভাঁজটি প্রজাপতিটিকে আটকে রাখতে সাহায্য করবে।

ধাপ ১৩: এভাবে খুব সহজে তাড়াতাড়ি প্রজাপতি বানাতে পারো।

ঘর সাজানোর জন্য মিনি কুইলিং ফ্লাওয়ার পট

ধাপ ০১: প্রথমেই কুইলিং স্ট্রিপ নিতে হবে।

ধাপ ০২: স্ট্রিপগুলোকে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে কুইলিং করে নাও।

ধাপ ০৩: এবার কুইলিং করা পেপারটিকে এভাবে ফ্লাওয়ার পট বানিয়ে নাও।

ধাপ ০৪: ভিতরে আঠা লাগিয়ে নাও যেন খুলে না যায়।

ধাপ ০৫: ফ্লাওয়ার পটে রাখার জন্য ফ্লাওয়ার বানিয়ে নাও।

ধাপ ০৬: ফ্লাওয়ার বানানোর জন্য ৫ * ৫ সেন্টিমিটার পেপার নিয়ে নাও।

ধাপ ০৭: এবার রোলিং করে কাঠি বানানোর জন্য যেকোনো সাইজের এক টুকরো সবুজ কাগজ নিতে হবে।

ধাপ ০৮: এরপর পাতা বানিয়ে নাও।

ধাপ ০৯: ফুলটিকে কাঠির উপর লাগিয়ে পাতা লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১০: এবার আঠা দিয়ে ফুলটিকে পটের ভিতরে লাগিয়ে দাও।

ধাপ ১১: এভাবে মিনি পেপার কুইলিং ফ্লাওয়ার পট বানিয়ে রুম ডেকোরেশন করতে পারো।

কিভাবে কাগজ দিয়ে পাখি বানানো যায়

ধাপ ০১: পাখি বানানোর জন্য ২০*২০ সে.মি. সাইজের ১ টুকরো কাগজ নাও।

ধাপ ০২: কাগজটিকে কোনাকুনি দু'দিক থেকেই ভাঁজ দাও।

ধাপ ০৩: এই সাইডের কাগজটিকে মাঝের দাগের সাথে মিলিয়ে আর একটি ভাঁজ দাও।

ধাপ ০৪: দুপাশেই এভাবে ভাঁজ দিতে হবে তাহলে এই সাইড দিয়ে আরেকটি ভাঁজ চলে আসবে।

ধাপ ০৫: একপাশে ৩ টি পার্ট হবে আর একপাশে ১ টি।

ধাপ ০৬: যেপাশে একটি পার্ট রয়েছে সেই পার্টটিকে মুড়িয়ে আরেকটি ভাঁজ দাও।

ধাপ ০৭: এপাশে এক কোনা তুলে এই দাগ বরাবর আরেকটি ভাঁজ দাও।

ধাপ ০৮: দুপাশে দুটি ভাঁজ হবে, মাঝখানে একটি।

ধাপ ০৯: মাঝখানের ভাঁজটি এভাবে তুলে নিলেই দুইপাশ দিয়ে ভাঁজ তৈরি হয়ে আসবে ।

ধাপ ১০: ভাঁজগুলো ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে।

ধাপ ১১: একই কাজটি অন্যপাশেও করে নাও।

ধাপ ১২: এখানে দুটি পার্ট হবে।

ধাপ ১৩: এবার ঠোঁট বানানোর জন্য একটি ভাঁজ দিতে হবে ভাঁজটি যেন সোজা না হয়।

ধাপ ১৪: এই পার্ট দুটি পাখার জন্য ব্যবহার করতে হবে। আর পিছনেরটি লেজ এর জন্য।

ধাপ ১৫: এই ভাঁজটি নিচে নামিয়ে উপরে উঠিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ১৬: এবার চোখ আর্ট করে নিতে হবে।

ধাপ ১৭: এভাবে বাচ্চাদের খেলার জন্য পাখি বানাতে পারো।

কীভাবে পেপার কুইলিং করে ঝুড়ি বানানো যায়

ধাপ ১: ঝুড়ি বানানোর জন্য একটি হার্ড পেপার নিতে হবে।

ধাপ ২: পেন্সিল কম্পাস দিয়ে গোল করে ১০ সেন্টিমিটার দাগ দিয়ে নাও।

ধাপ ৩: এবার শেইপ অনুযায়ী কাঁচি দিয়ে কেটে নাও।

ধাপ ৪: এরপর পেপার কুইলিং করার জন্য ১ * ২৯ সেন্টিমিটার ৩ টি স্ট্রিপ নিতে হবে।

ধাপ ৫: স্ট্রিপ ৩টি কে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে কুইলিং করে নাও।

ধাপ ৬: ঝুড়ি বানানোর জন্য তিনটি কালার পেপার নাও।

ধাপ ৭: এবার কুইলিং করা পেপারগুলো হার্ড পেপার এর উপরে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও।

ধাপ ৮: কুইলিং করা পেপারগুলো লাগানো হয়ে গেলে ঝুড়িতে হ্যান্ডেল লাগিয়ে নাও।

ধাপ ৯: হ্যান্ডেলের জন্য ১ * ২৩ সেন্টিমিটার পেপার নিতে হবে।

ধাপ ১০: এটি ভিতর থেকে লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১১: ঝুড়ি রেডি।

কিভাবে পেপার কুইলিং করে ঝুড়ি বানানো যায়

ধাপ ১: ঝুড়ি বানানোর জন্য একটি হার্ড পেপার নিতে হবে।

ধাপ ২: পেন্সিল কম্পাস দিয়ে গোল করে ১০ সেন্টিমিটার দাগ দিয়ে নাও।

ধাপ ৩: এবার শেইপ অনুযায়ী কাচি দিয়ে কেটে নাও।

ধাপ ৪: এরপর পেপার কুইলিং করার জন্য ১ * ২৯ সেন্টিমিটার ৩ টি স্ট্রিপ নিতে হবে।

ধাপ ৫: স্ট্রিপ ৩ টি কে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে কুইলিং করে নাও।

ধাপ ৬: ঝুড়ি বানানোর জন্য তিনটি কালার পেপার নাও।

ধাপ ৭: এবার কুইলিং করা পেপারগুলো হার্ডপেপার এর উপরে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও।

ধাপ ৮: কুইলিং করা পেপারগুলো লাগানো হয়ে গেলে ঝুড়িতে হ্যান্ডেল লাগিয়ে নাও।

ধাপ ৯: হ্যান্ডেলের জন্য ১ * ২৩ সেন্টিমিটার পেপার নিতে হবে

ধাপ ১০: এটি ভিতর থেকে লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১১: ঝুড়ি রেডি।

কাগজের চশমা বানানোর উপায়

ধাপ ০১: চশমা বানানোর জন্য নাও ৬*২৯ সে.মি. পেপার।

ধাপ ০২: পেপারটিকে কাঠি দিয়ে রোলিং করে নাও।

ধাপ ০৩: এরকম আরো একটি কাঠি লাগবে যেটি কাঠি টিকে একটু ভাঁজ করে নিতে হবে।

ধাপ ০৪: সাইজটি দেখে নাও।

ধাপ ০৫: এরপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে নাও।

ধাপ ০৬: এবার একটুকরো রোলিং করা পেপার দিয়ে দুটোকেই একসাথে জোড়া লাগিয়ে দাও।

ধাপ ০৭: এরপর দুটি কাঠি চশমার দুপাশে লাগিয়ে নাও।

ধাপ ০৮: এভাবে তোমরা বাচ্চাদের খেলনা চশমা বানাতে পারো।

কাগজের ফ্লাওয়ার ভেস বানানোর সহজ পদ্ধতি

ধাপ ০১: ফ্লাওয়ার ভেস বানানোর জন্য ৪০ * ২০ সে. মি./সেন্টিমিটার কালার আর্ট পেপার নাও।

ধাপ ০২: ৫ সেন্টিমিটার দাগ দিয়ে দাগ অনুযায়ী কাগজটি কেটে নিবো।

ধাপ ০৩: ক্রস করা অংশটুকু কেটে নাও।

ধাপ ০৪: কাটা পেপারটি সাইডে এভাবে জিগজ্যাগভাবে ভাঁজ করে নাও।

ধাপ ০৫: আঠা লাগিয়ে নাও যেন খুলে না যায়।

ধাপ ০৬: দুই সাইডের বাড়তি পেপার দু'টিকে একসাথে জোড়া লাগিয়ে নাও।

ধাপ ০৭: অপর পাশে বাড়তি পেপারটিকে ভাঁজ দিয়ে ছোট করে কেটে নিতে হবে।

ধাপ ০৮: পেপারটিকে রোলিং করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নাও।

ধাপ ০৯: নিচের কাটা পেপারগুলোকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১০: এখানে একটি ফুল লাগিয়ে নাও। তাহলে ফুলদানিটি দেখতে আরো সুন্দর লাগবে।

ধাপ ১১: আমাদের ফ্লাওয়ার ভেস রেডি।

কাগজের শপিং ব্যাগ

ধাপ ০১: প্রথমে একটি A4 সাইজের পেপার নিতে হবে।

ধাপ ০২: পেপারটি দুপাশ থেকে ভাঁজ দিয়ে একটি পেপার হাফ সে.মি. উপরে আরেকটি পেপার রাখতে হবে।

ধাপ ০৩: এরপর কাগজটি আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ০৪: আঠাটি ভালোভাবে লাগার জন্য কিছুক্ষন অপেক্ষা করতে হবে। ভালোভাবে না লাগতেই যদি আমরা পরের স্টেপ এ যাই তাহলে আঠা খুলে যাবে।

ধাপ ০৫: আঠা ভালোভাবে লেগে যাওয়ার পর নিচ থেকে ৬ সে.মি. এ ভাঁজ দিতে হবে।

ধাপ ০৬: দুই সাইড থেকে এভাবে চাপ দিয়ে কাগজ টিকে বসিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ০৭: এখানে ভাঁজগুলো ভালোভাবে খেয়াল করি।

ধাপ ০৮: এরপর দুই সাইড থেকে দুই কর্নার মিলিয়ে ভাঁজ দিতে হবে।

ধাপ ০৯: এবার ভাঁজগুলো খুলে নিবো।

ধাপ ১০: ব্যাগটি বেশ লম্বা মনে হলে সামনে একটু কেটে দিতে পারো।

ধাপ ১১: এই কাগজ দুটো হ্যান্ডেল হিসেবে ইউজ করার জন্য লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১২: শপিং ব্যাগ রেডি।

কাগজের ফুল দিয়ে ওয়াল হ্যাঙ্গিং বানানোর উপায়

ধাপ ০১: ওয়াল হ্যাঙ্গিং বানানোর জন্য একটি হার্ডপেপার নাও।

ধাপ ০২: এর উপর একটি সাদা কাগজ লাগিয়ে নাও।

ধাপ ০৩: বাড়তি কাগজটুকু কেটে ফেলো।

ধাপ ০৪: এবার ঠিক এরকম একটি ফুল বানাতে হবে।

ধাপ ০৫: ফুল বানানোর জন্য ১০ * ১০ সে. মি./সেন্টিমিটার সাইজের এক টুকড়া কাগজ লাগবে।

ধাপ ০৬: কাগজটিকে এভাবে ভাঁজ দিয়ে কেটে ফুল বানাতে হবে।

ধাপ ০৭: পাপড়িগুলোকে ভাঁজ করে নিতে হবে।

ধাপ ০৮: এরকম আরো দুটি ফুল লাগবে।

ধাপ ০৯: এখানে একটি পাপড়ি কেটে ফুলের সাইজ একটু ছোট করে নিতে হবে।

ধাপ ১০: ফুলগুলো আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিবো।

ধাপ ১১: এবার ২ * ২৯ সে. মি./সেন্টিমিটার দুই টুকরা কালো কাগজ নিয়ে কাগজটিকে দু ভাঁজ করে টুকরো করে কেটে নিতে হবে।

ধাপ ১২: পেপার দুটোকে একসাথে রোলিং করে নিতে হবে।

ধাপ ১৩: ২.৫ * ১৩ সে. মি./সেন্টিমিটার এক টুকরো কাগজ নাও।

ধাপ ১৪: কাগজটিকে এভাবে কেটে রোলিং করা কালো কাগজনটির উপরে লাগিয়ে দাও।

ধাপ ১৫: তারপর এটি ফুলের উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১৬: এবার ৯ * ২০ সে. মি./সেন্টিমিটার পেপার নাও রোলিং করে কাঠি বানানোর জন্য।

ধাপ ১৭: কাঠিগুলো হার্ড পেপারটির উপর লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১৮: তারপর ফুলগুলো বসিয়ে দাও।

ধাপ ১৯: এবার পাতা বানিয়ে সেগুলো সেম ভাবে লাগিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ২০: কয়েক টুকরা সবুজ কাগজ কেটে এভাবে নিচে লাগিয়ে দাও।

ধাপ ২১: এভাবে ওয়াল হ্যাঙ্গিং বানিয়ে রুম ডেকোরেশন করে ফেলো।

কাগজের কলমদানি

ধাপ ০১: পেন হোল্ডার বানাতে প্রথমে নাও ১৫ * ১৫ সে. মি./সেন্টিমিটার এক টুকরো কাগজ।

ধাপ ০২: কাগজটিকে কয়েকটি ভাঁজে ভাঁজ করতে হবে।

ধাপ ০৩: প্রথমে কোনাকুনি ভাবে দুটি ভাঁজ দিয়ে দাও।

ধাপ ০৪: এভাবে সোজাভাবে আরো দুটি ভাঁজ দিবে।

ধাপ ০৫: উপরের এক দাগের সমান করে ত্রিভুজাকৃতি ভাবে দুটি ভাঁজ দিতে হবে।

ধাপ ০৬: এখানে প্রতিটা ভাঁজ অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে।

ধাপ ০৮: এরপর কাগজটি উল্টিয়ে নিয়ে নিচের বাড়তি কাগজটি মুড়িয়ে মাঝখানের ভাঁজের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ০৯: এখানে প্রতিটা ভাঁজ সঠিক ভাবে দিলে একটির পর আরেকটি ভাঁজ অটোমেটিক চলে আসবে।

ধাপ ১০: এরপর কাগজটি দুই সাইড থেকে সমান ভাবে মাঝখান অব্দি ভাঁজ করে নিতে হবে।

ধাপ ১১: একটি পার্ট আরেকটি পার্টের ভাঁজের ভিতর ঢুকিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ১২: এরপর এক টুকরো গোলাপি কালার পেপার ব্যবহার করো যেন দেখতে অনেক সুন্দর লাগে।

ধাপ ১৩: একটি পেন হোল্ডার বানাতে এরকম শেইপ এর ৬ টি কাগজ লাগবে। সবগুলো পার্টকে একসাথে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১৪: এটা ভালোভাবে লাগার জন্য ৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

ধাপ ১৫: আঠা টি ভালোভাবে লাগার পর নিচে একটি পেপার বা কার্ডবোর্ড লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১৬: এখন আমরা এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় ছোট জিনিস রাখতে পারি। এভাবে আমরা কাগজ দিয়ে পেন হোল্ডার বানাতে পারি।

কাগজের সোফা বানানোর উপায়

ধাপ ০১: সোফা বানানোর জন্য নিয়ে নাও ১ টুকরো ১৫ * ১৫ সে. মি./সেন্টিমিটার রঙিন কাগজ।

ধাপ ০২: এখানে সোফা বানানোর জন্য বেশ কয়েকটি ভাঁজ দিতে হবে।

ধাপ ০৩: ভাঁজগুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে। একটি ভাঁজ এড়িয়ে গেলে পরের ভাঁজগুলো আর মিলবে না।

ধাপ ০৪: এভাবে দু'টি বক্স বানিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ০৫: গোলাপি রঙের কাগজটি আমরা ৯ * ৯ সে. মি./সেন্টিমিটার মাপে কেটে নিব।

ধাপ ০৬: এখানে কাজের স্টেপগুলো একটু ভালোভাবে খেয়াল করো।

ধাপ ০৭: এখন দু'পাশে কাগজ লাগানোর জন্য ৪ * ৬ সে. মি./সেন্টিমিটার কাগজ কেটে নাও।

ধাপ ০৮: কাগজ দু'টো দু'পাশে লাগিয়ে নাও।

ধাপ ০৯: সোফা রেডি। এখন সোফাকে আকর্ষণীয় করার জন্য বালিশ বানাতে হবে।

ধাপ ১০: বালিশের জন্য ৪ * ৬ সে. মি./সেন্টিমিটার কাগজ কেটে নাও।

ধাপ ১১: বালিশ বানানোর স্টেপগুলো খেয়াল করি।

ধাপ ১২: বালিশ বানানো শেষ। এভাবে আমরা সোফা বানাতে পারি।

মিনি নোটপ্যাড

ধাপ ০১: মিনি নোটবুক বানানোর জন্য প্রথমেই লাগবে একটি ৭*৩৬ সেন্টিমিটার হোয়াইট কালার পেপার।

ধাপ ২: এরপর পেপার টিকে ভাঁজ করে নিতে হবে।

ধাপ ৩: নোটপ্যাড বানাতে গেলে এরকম আরো দুটি পেপার লাগবে।

ধাপ ৪: পেপারগুলো আঠা দিয়ে জোড়া লাগাতে হবে।

ধাপ ৫: এবার এটির উপরে কভার লাগিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ৬: এটিকে সুন্দর ও আকর্ষনীয় করার জন্য উপরে আর্ট করে নিতে পারো।

ধাপ ৭: রেডি হয়ে গেলো নোটবুক।

কীভাবে কাগজ দিয়ে ফটো ফ্রেম বানানো যায়

ধাপ ১: ফটো ফ্রেম বানানোর জন্য প্রথমে নাও ৭ * ২০ সেন্টিমিটার ব্ল্যাক কালার পেপার।

ধাপ ২: পেপারটি ব্যাম্বু স্টিক দিয়ে রোলিং করে স্টিক বানিয়ে ফেলো।

ধাপ ৩: ফটো ফ্রেম বানানোর জন্য এরকম ১৫ টি কাঠি নাও।

ধাপ ৪: কাঠিগুলো সমান করে কেটে নাও।

ধাপ ৫: এবার একটি হোয়াইট কালার পেপার নিয়ে নাও ফটো ব্যাকগ্রাউন্ড এর জন্য।

ধাপ ৬: পেপারটি কাঠির সাইজে কেটে নাও।

ধাপ ৭: ৪টি কাঠিকে আঠা দিয়ে লাগাও।

ধাপ ৮: এরকম সবগুলো কাঠিকেই ৪ টি করে একসাথে জোড়া লাগিয়ে দাও।

ধাপ ৯: জোড়া লাগানো কাঠিগুলোকে পেপার এর চারপাশে লাগিয়ে দাও।

ধাপ ১০: নিচে একটি হার্ড পেপার লাগিয়ে নাও যেন এটি হাল্কা না হয়।

ধাপ ১১: এখন ফুল লাগিয়ে দাও।

ধাপ ১২: ফ্রেমটিকে ডেকোরেশনের জন্য ওয়াসি টেপ লাগিয়ে নিতে পারো।

ধাপ ১৩: ফটো ফ্রেম বানানো শেষ। এখন এখানে ফটো লাগাতে পারো।

পেপার কুইলিং ওয়ালমেট

ধাপ ১: ওয়ালমেট বানাতে গেলে প্রথমেই লাগবে হোয়াইট পেপার।

ধাপ ২: হোয়াইট পেপার এর সাথে একটি হার্ড পেপার নিতে হবে।

ধাপ ৩: পেপার দুটো আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ৪: পেপারের চারপাশে কুইলিং স্ট্রিপ দিয়ে বর্ডার বানিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ৫: এরপর পেপার কুইলিং করে ফুল বানিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ৬: কুইলিং ফ্লাওয়ার বানাতে গেলে ৫ টি কুইলিং স্ট্রিপ লাগবে।

ধাপ ৭: একেকটি স্ট্রিপ আলাদা আলাদা ভাবে মুড়িয়ে নিতে হবে।

ধাপ ৮: বাকি চারটি স্ট্রিপ দিয়েও একইভাবে পাপড়ি বানিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ৯: এবার পাপড়িগুলোকে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে ফুল বানিয়ে নাও।

ধাপ ১০: ভালোভাবে জোড়া লাগার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

ধাপ ১১: এরকম আরো ৫টি ফুল বানিয়ে ফেলো।

ধাপ ১২: এবার ফুলগুলো এর উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ১৩: তারপর এখানে কিছু সবুজ কালার স্ট্রিপ অ্যাড করতে হবে।

ধাপ ১৪: স্ট্রিপগুলো আঠা দিয়ে লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১৫: এরপর পেপার কুইলিং করে পাতা বানাতে হবে।

ধাপ ১৬: এরকম কয়েকটি পাতা নিয়ে নাও।

ধাপ ১৭: এগুলো ওয়ালমেট এর উপর লাগাতে হবে।

ধাপ ১৮: এভাবে পেপার কুইলিং করে ওয়ালমেট বানিয়ে ওয়াল ডেকোরেশন করতে পারো।

কাগজ দিয়ে বুকমার্ক বানানোর উপায়

ধাপ ০১: বুকমার্ক বানানোর জন্য ১০ * ১০ সে. মি./সেন্টিমিটার এক টুকরো কাগজ নিয়ে নাও।

ধাপ ০২: কাগজটি কোনাকুনিভাবে ভাঁজ দিয়ে নাও।

ধাপ ০৩: এখানে একটি মিডেল পয়েন্ট হয়েছে। পয়েন্টটি পেন্সিল দিয়ে মার্ক করে নিচের কাগজটির কোনটি মিডেল পয়েন্ট এর সাথে মিলিয়ে নাও।

ধাপ ০৪: এবার দুই কর্ণার মাঝের দাগের সাথে মিলিয়ে ভাঁজ দিয়ে নাও।

ধাপ ০৫: এটিকে সুন্দর দেখানোর জন্য উপরে আর্ট করে নিতে পারো।

ধাপ ০৬: এবার এটি বইয়ে রাখলে যেন সহজেই মার্ক করতে পারো এ জন্য দু পাশে দুটি কাগজ লাগিয়ে নাও। পড়া শেষে বুক মার্ক দিয়ে মার্ক করে রাখবো যেন খুঁজতে অসুবিধা না হয়।

গিফট বক্স

ধাপ ১: প্রথমে নিয়ে নাও ১০*১০ সেন্টিমিটার এক টুকরা কাগজ।

ধাপ ২: এরপর কাগজটিকে কয়েকটি ভাঁজে ভাগ করে নাও।

ধাপ ৩: ভাঁজ গুলোকে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে।

ধাপ ৪: এরকম ৮ পিস পেপার নিয়ে নাও।

ধাপ ৫: পেপার গুলোকে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নাও।

ধাপ ৬: এখানে অটোমেটিক কতগুলো ভাঁজ চলে আসবে।

ধাপ ৭: ভাঁজ অনুযায়ী সাজিয়ে নাও পেপারগুলো।

ধাপ ৮: এবার বাড়তি পেপারগুলোকে নিচ দিক দিয়ে এভাবে ভাঁজ দিয়ে নাও।

ধাপ ৯: এরকম সেম সাইজের আরেকটি বক্স বানিয়ে ফেলো।

ধাপ ১০: এবার বক্স দুটো একটি আরেকটির সাথে লাগিয়ে দাও।

ধাপ ১১: এভাবে খুব সহজে রঙিন কাগজ দিয়ে গিফট বক্স বানিয়ে নিতে পারো।

কাগজের ফুল (ফর রুম ডেকোরেশন)

ধাপ ০১: ফুল বানানোর জন্য যেকোনো সাইজের পেপার নিতে পারো। পেপারের সাইজ ডিপেন্ড করবে কোন সাইজের ফুল বানাতে চাও তার উপর।

ধাপ ০২: পেপারটিকে কোনাকুনি ভাবে ৩টি ভাঁজ দিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ০৩: পাপড়ির শেপ সুন্দর হওার জন্য পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ০৪: তারপর দাগ অনুযায়ী কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে।

ধাপ ০৫: এই কাগজটি দিয়েও সেম ভাবে ফুল বানিয়ে নিবে।

ধাপ ০৬: কাঁচি দিয়ে পাপড়ি গুলো এভাবে মুড়িয়ে দাও।

ধাপ ০৭: ফুলটি নীল ফুলের উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিবে।

ধাপ ০৮: ফুলটি যেন সুন্দর দেখায় এ জন্য সাদা কাগজ গোল করে কেটে মাঝখানে লাগিয়ে দাও।

ধাপ ০৯: সবুজ কালার পেপার দিয়ে পাতা বানিয়ে নাও।

ধাপ ১০: যেকোনো সাইজের কাগজ নিলেও চলবে। স্পেসিফিক কোনো মাপ লাগবেনা।

ধাপ ১১: এরপর এক টুকরা কাগজ রোলিং করে কাঠি বানিয়ে নাও।

ধাপ ১২: কাঠিটির উপর ফুলটি আঠা দিয়ে লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১৩: এরপর পাতা লাগিয়ে নাও।

ধাপ ১৪: ফুল বানানো শেষ। এটি ফ্লাওয়ার ভেস এ রেখে রুম ডেকোরেশনের কাজে ব্যবহার করতে পারো।

THE GREAT ORIGAMI

Shamim Islam

The Great Origami
Shamim Islam
Cover- Shamim
Prize-100 Taka/2 Dollar
shamimrx60@gmail.com